জীবনবিমার আওতায় আসছেন বনবস্তিবাসীরা

শিলিগুড়ি, ১১ অক্টোবর ঃ বনবস্তিবাসীদের জীবনবিমার আওতায় আনতে বিশেষ উদ্যোগ নিল রাজ্যের বন দপ্তর। মূলত হাতির আক্রমণে মৃতের পরিবার যাতে দ্রুত ক্ষতিপূরণ পায় তার জন্যই এই উদ্যোগ। হাতির হামলা প্রায়শই হয়, এমন বনবস্তিগুলিকে পর্যায়ক্রমে বিমার আওতায় নিয়ে আসা হবে বলে জানা গিয়েছে। বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মনের বক্তব্য, 'অনেক ক্ষেত্রেই পরিবারের একমাত্র রোজগেরের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। সেক্ষেত্রে চরম সমস্যায় পড়তে হয় ওই পরিবারটিকে। প্রাথমিকভাবে এই সমস্যা কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যেই হাতি অধ্যুষিত এলাকার বনবস্তিবাসীদের বিমার আওতায় নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' পাশাপাশি টুরিস্ট গাইড তৈরির ক্ষেত্রেও জোর দিচ্ছে বন দপ্তর।

হাতি-মানুষের সংঘাত উত্তরবঙ্গে নতুন কোনো ঘটনা নয়। বিভিন্ন ব্যবস্থা এবং প্রকল্প চালু করা হলেও, সংঘাত এবং মৃত্যুর ঘটনা এড়ানো যাচ্ছে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত পাঁচ বছরের হিসেবে প্রতি বছর গড়ে রাজ্যে ৭০ জনের মৃত্যু হয়েছে। যার মধ্যে উত্তরবঙ্গেই সংখ্যাটা বেশি। যেভাবে বন সংলগ্ন এলাকায় জনবসতি গড়ে উঠছে, তাতে আগামী দিনে সংখ্যাটা আরও বাড়বে বলে মনে করছেন বন দপ্তরের কর্তারা। প্রসঙ্গত, হাতির হামলায় বা আক্রমণে কারও মৃত্যু হলে, তাঁর পরিবারকে রাজ্য সরকারের তরফে ক্ষতিপূরণ হিসেবে আড়াই লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু সেই টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় লেগে যায়। ফলে চরম সমস্যায় পড়তে হয় মৃতের পরিবারকে। এই সমস্যার কথা সরাসরি স্বীকার না করলেও বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন বলেন, 'বিমার টাকা পেলে মৃতের পরিবারটি সাময়িক ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারবে।' জানা গিয়েছে, বনবস্তিবাসীকে নিয়ে গড়ে তোলা ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি বিমা সংস্থাকে প্রিমিয়াম দেবে। অর্থাৎ বিমার জন্য টাকা খরচ করতে হবে না বনবস্তিবাসীদের। বিমাটি করা হবে পাঁচ বছরের জন্য। ইতিমধ্যেই হাতি অধ্যুষিত এলাকার বনবস্তিবাসীর নামের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। পুজো শেষ হলেই তাঁদের বিমার আওতায় নিয়ে আসার কাজ শুরু হবে বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর।

অন্যদিকে, বন দপ্তরের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার গাড়িধুরায় শুরু হয়েছে দুদিনের বনমহোৎসব। অনুষ্ঠানে বনমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব, গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-এর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বিনয় তামাং। এদিন বন দপ্তরের তরফে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ২০ জন টুরিস্ট গাইডের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি, রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার এবং ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির শেয়ারের টাকাও বনবস্তিবাসীর হাতে তুলে দেওয়া হয়।

কদমতলার পুজো এবার ৪২ বছরে

মেখলিগঞ্জ, ১১ অক্টোবর ঃ মেখলিগঞ্জের কদমতলা কালচারাল ইউনিটের দুর্গাপুজো এবার ৪২ বছরে পদার্পণ করল। সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন বিজয় সরকার, শুভনারায়ণ সিং ও প্রবীর দাস। সম্পাদকের দায়িত্বে রয়েছেন লাল্টু বর্মন, সৌম্য নন্দী, তন্ময় ঘোষ ও গোবিন্দ রায়।

মণ্ডপসজ্জার দায়িত্বে আছেন সুবোধ রায়। প্রতিমা আসছে ময়নাগুড়ি থেকে। কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, মণ্ডপসজ্জায় থাকছে বাঁশের কারুকাজ।

আজকের দাম

পেট্রোল টাঃ ৮৪.৯৩

ডিজেল টাঃ ৭৭.১৭

তেল কোম্পানি ও দূরত্ব অনুযায়ী দাম সামান্য কমবেশি হবে।

–সূত্র ইন্ডিয়ান অয়েল

আবহাওয়া

১১ অক্টোবরের তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি. সে.)
কলকাতা	২৯.২	২৪.০
শিলিগুড়ি	৩০.৭	২২.২
জলপাইগুড়ি	৩১.০	২০.৭
কোচবিহার	৩০.৬	২০.১
আলিপুরদুয়ার	২৯.৯	২০.০
মালদা	৩১.৭	২৩.৪
রায়গঞ্জ	৩১.৩	২৩.২
গ্যাংটক	১৯.৪	১২.৬

শুক্রবারের পূর্বাভাস ঃ মেঘলা আকাশ, বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা।

বিন্দু বিসর্গ

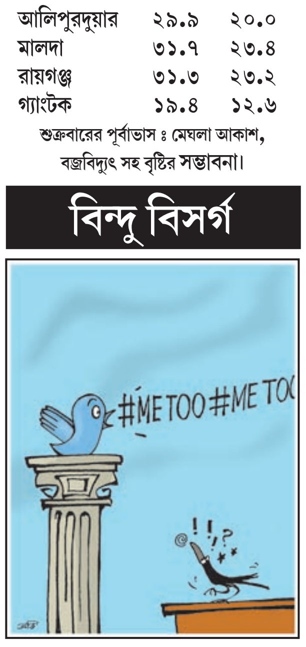

আলিপুরদুয়ারে বাড়ছে মদের হোম ডেলিভারি

ভাস্কর শর্মা ● আলিপুরদুয়ার

১১ অক্টোবর ঃ পুজোর মুখে বেআইনি মদের রমরমা বেড়েছে আলিপুরদুয়ারে। অবৈধভাবে মদ বিক্রির কৌশলেও এসেছে নতুনত্ব। ক্রেতাকে আর দোকানে ছুটতে হচ্ছে না। ফোনের এক কলেই মিলছে হোম ডেলিভারি।

পুজোর সময় মদের এই হোম ডেলিভারির চাহিদা এখন তুঙ্গে আলিপুরদুয়ারে। সব জেনেও তথ্যপ্রমাণের অভাবে অবৈধ মদ জোগানদারদের বিরুদ্ধে পুলিশ কিছু করতে না পারায় দিনদিন এই ব্যবসা বেড়েই চলছে।

জানা গিয়েছে, আলিপুরদুয়ার শহরে সরকার অনুমোদিত দুই থেকে তিনটি ওয়াইন শপ আছে। সপ্তাহে একদিন করে দোকান বন্ধ থাকে। সারাদিন ওয়াইন শপগুলিতে টুকটাক বিক্রি হলেও সন্ধ্যা থেকে মদ কেনার লাইন পড়ে যায়। তবে ওই ওয়াইন শপগুলি রাত সাড়ে নয়টা থেকে ১০টার মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। এবার দশমীর দিনও বন্ধ থাকবে ওয়াইন শপ। এই সুযোগকেই কাজে লাগাচ্ছে অবৈধ মদ বিক্রেতারা। চাহিদামতো মদ মিলছে অবৈধ মদ ব্যবসায়ীদের কাছে। ওয়াইন শপের তুলনায় বেশ চড়া দামেই ওই মদ বিক্রি হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক অবৈধ মদ বিক্রেতা বলেন, 'রাতে ওয়াইন শপ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরেই আমরা মদ বিক্রি করে সামান্য কিছু আয় করি। তা দিয়েই সংসার চলে। এতে অন্যায়ের কিছু নেই।' আর একজন জানান, 'নির্দিষ্ট দাম দিয়েই রসিদ নিয়ে ওয়াইন শপ থেকে মদ কিনে আনি। রাতে ক্রেতাদের চাহিদা থাকায় ওই মদ সামান্য কিছু বেশি দামে বিক্রি করি।' তিনিও এতে অন্যায়ের কিছু দেখছেন না বলে জানান। অবৈধ মদ বিক্রির পাশাপাশি শহরে মদের হোম ডেলিভারি চাহিদাও এখন তুঙ্গে।

জানা গিয়েছে, মদ্যপানের অভ্যাস থাকা সত্ত্বেও যাঁরা লোকলজ্জার ভয়ে ওয়াইন শপে গিয়ে মদ কিনতে চান না তাঁরাই হোম ডেলিভারির সুযোগ নিচ্ছেন। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে এখন ব্যাপক চাহিদা এই ডেলিভারি বয়দের। এক ডেলিভারি বয় বলেন, 'সারাদিন পান-সিগারেট বিক্রি করি। রাতে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের দামি কিছু মদের প্যাকেট ডেলিভারি দিই। নেতা থেকে চাকরিজীবী, যুবক থেকে যুবতি আমার খদ্দের। সন্ধ্যার পর মাঝেমধ্যেই মদের পাউচ নিয়ে ছুটতে হয় তাঁদের কাছে। ফোন করেই তাঁরা অর্ডার দেন। বাড়ি বা আড্ডায় চাহিদামতো মদ পৌঁছে দিলে মেলে বাড়তি টাকা। বকশিশও মেলে মাঝেমধ্যে।' একদিকে অবৈধ মদের কারবার, অন্যদিকে মদের হোম ডেলিভারি নিয়ে চিন্তিত শহরের অভিভাবক মহল। এ বিষয়ে অভিভাবক মঞ্চের সম্পাদক ল্যারি বোস বলেন, 'সন্ধ্যা হতেই শহরের অলিগলিতে বেড়ে যায় মদ-মাতালের আড্ডা। পুজোর সময় এই ঘটনা আরও বেড়েছে। সহজেই মদ পাওয়া যাওয়ায় পড়ুয়া থেকে যুবকরা মদ্যপানে আসক্ত হয়ে পড়ছে। এতে যুবসমাজের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। অবৈধ মদ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আমরা পুলিশের দ্বারস্থ হচ্ছি।' আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার সুনীলকুমার যাদব বলেন, 'পুজোর সময় আমাদের মদ্যপ মোকাবিলা বাহিনী থাকছে। কেউ মদ্যপ অবস্থায় ধরা পড়লে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আবগারি দপ্তরকে সঙ্গে নিয়ে শীঘ্রই অবৈধ মদ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযানে নামা হবে। অবৈধ মদের ঘাঁটিগুলিও ভেঙে দেওয়া হবে।

পুজো অনুদান নিয়ে মামলা গেল সুপ্রিমকোর্টে

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর ঃ পুজো কমিটিগুলিকে অনুদান দেওয়া নিয়ে মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার সুপ্রিমকোর্টে আপিল করলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী সৌরভ দত্ত ও কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী ধৃতিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের পক্ষে মামলার সওয়াল করবেন আইনজীবী শুভাশিস ভৌমিক। আগামীকাল সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ-এর অধীনে তিন সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হবে। উল্লেখ্য, রাজ্যে ছোটো-বড়ো বেশ কয়েক হাজার পুজো কমিটিপিছু ১০ হাজার টাকা করে আর্থিক অনুদান দেওয়া নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে প্রবল বিতর্ক শুরু হয়। সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টে এই বিষয়ে একটি জনস্বার্থ মামলাও দায়ের হয়েছিল। সেই মামলায় আবেদনকারীরা অভিযোগ করেছিলেন যে, মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ নিজের পছন্দমতো পুজো কমিটিগুলির পিছনে ঢালছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পদক্ষেপ রাজনৈতিক ছাড়া অন্য কিছু নয়। প্রথমে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের উপর স্থগিতাদেশ জারি করলেও বুধবার হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি দেবাশিস করগুপ্তের বেঞ্চ তাঁদের রায়ে জানায়, পুজোর অনুদান মামলায় রাজ্যের সিদ্ধান্তে নাক গলাবে না আদালত। একইসঙ্গে মামলাটি খারিজ করে দেওয়া হয়।

এরপরই হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হন সমাজসেবী সৌরভ দত্ত ও কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী ধৃতিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। ধৃতিমানবাবু সুপ্রিমকোর্টে অভিযোগ জানিয়ে বলেন, বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে জনগণের টাকায় দানখয়রাতি করা অবৈধ। হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে চরম অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক বলে তিনি অভিযোগ করেন। শুভাশিসবাবু সুপ্রিমকোর্টের কাছে তাঁর আবেদনে বলেন, অবিলম্বে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ জারি করুক শীর্ষ আদালত। একইসঙ্গে পুজো কমিটিগুলিকে অনুদান বিতরণ বন্ধ করা হোক।

জানা গিয়েছে, রাজ্যের পক্ষ থেকে আগামীকাল সওয়াল করবেন কপিল সিবাল ও তৃণমূল সাংসদ আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে, আবেদনকারীদের তরফে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যও সওয়াল করতে পারেন। উল্লেখ্য, পুজোকমিটিগুলিকে চাঁদা দেওয়ার পিছনে রাজ্য সরকারের ২৮ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

শতাধিক মৃৎশিল্পীর ঘুম কেড়েছে তিতলি

জ্যোতি সরকার ● জলপাইগুড়ি

১১ অক্টোবর ঃ জলপাইগুড়ির শতাধিক মৃৎশিল্পীর চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে আকাশের মুখ। এখন তাই মা দুর্গার মুখের দিকেই তাকিয়ে মৃৎশিল্পীরা। তিতলি ধেয়ে আসার খবরে তাঁরা বিচলিত। সন্ধের পর জলপাইগুড়ি শহরে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি নামায় উদ্বেগের মাত্রা আরও বেড়েছে। বৃষ্টি বাড়লে সদ্য তৈরি প্রতিমা বাঁচাতে শিল্পীদের হিমসিম খেতে হবে। জলে যাবে এতদিনের পরিশ্রম, সব আয়োজন। জলপাইগুড়ির মৃৎশিল্পীদের অধিকাংশই খোলা আকাশের নীচে প্রতিমা তৈরি করেন। বৃষ্টি নামার আভাস পেতেই তাই বড়ো বড়ো প্লাস্টিক দিয়ে প্রতিমা ঢাকতে শুরু করেন মৃৎশিল্পীরা। তবে সবার কাছে প্রতিমা ঢাকার মতো পর্যাপ্ত প্লাস্টিকও নেই। চিন্তায় তাই দু-চোখের পাতা এক করার উপায় নেই মৃৎশিল্পীদের।

বর্ষীয়ান মৃৎশিল্পী গঙ্গারাম সূত্রধর জানান, দুই রাত্রি থেকে তাঁর ঘুম নেই। গত বছর বৃষ্টিতে পাঁচটি প্রতিমা নষ্ট হয়েছে। এবারও হাওয়া অফিসের যা খবর তাতে জানা যাচ্ছে, প্রকৃতি খুব একটা সদয় নয়। পুজোর আগে বৃষ্টি হবে। সন্ধেয় বৃষ্টি নামতেই সতর্কবার্তা বাস্তবে পরিণত হওয়ার উপক্রম হল। গঙ্গারামবাবু বলেন, 'কোনোরকমে চারটি প্রতিমা প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকেছি। জানি না রাতে প্রতিমার কী হাল হবে। সবকিছুই উপরওয়ালার ভরসা।' অরবিন্দনগরের মৃৎশিল্পী জীবন পাল জলপাইগুড়ি জেলায় পুজো কমিটিগুলির কাছে খুবই পরিচিত নাম। প্রতিমা তৈরির খ্যাতির জন্য জেলার বিভিন্ন প্রান্ত তো বটেই, পার্শ্ববর্তী আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা থেকেও কয়েকটি পুজো কমিটি জীবনবাবুর কাছ থেকে প্রতিমা নেয়। তিনি জানান, তাঁর প্রতিমা তৈরির কারখানায় বেশি জায়গা নেই। তাই রাস্তার ধারেই প্রতিমা তৈরি করছেন। বৃষ্টি বাড়লে এখন তাই মহাবিপদ।

দীর্ঘদিন ধরেই মৃৎশিল্পীরা প্রতিমা তৈরির কারখানার জন্য বড়ো জায়গার দাবি করছেন। তবে তাঁদের সেই দাবি অধরাই থেকেছে। বাধ্য হয়ে খোলা আকাশের নীচে প্রতিমা তৈরি করেন তাঁরা। ইতিমধ্যে পুজো চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন প্রকৃতি বিরূপ হওয়ায় বিপদে পড়েছেন মৃৎশিল্পীরা। মৃৎশিল্পী উত্তম পাল দীর্ঘদিন ধরে অরবিন্দনগরে প্রতিমা তৈরি করেন। বিকল্প পথ না থাকায় তিনিও রাস্তার ধারেই প্রতিমা রেখেছেন। আকাশের মুখ ভার দেখে তাঁরও মুখ ভার। শেষ মুহূর্তে এখন শহরের শতাধিক মৃৎশিল্পী গভীর রাত পর্যন্ত প্রতিমা তৈরির কাজ করছেন। সন্ধের পর বৃষ্টি নামায় এদিন তাঁদের কাজ থমকে যায়। প্রকৃতির উপর কারও হুকুম চলে না। এই অবস্থায় মা দুর্গার উপরেই তাই ভরসা রাখছেন মৃৎশিল্পীরা।

শহরমুখো শ্রমিকরা, হাটে হাপিত্যেশ

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ১১ অক্টোবর ঃ হাটশেডের মেঝেতে ত্রিপল বিছানো দোকানপাট আজকাল আর পছন্দ করছেন না চা বাগানের শ্রমিকরাও। ওঁরাও চাইছেন একটু সাজানো, গোছানো চকচকে দোকানপাট। তাই, পুজোর আগে বোনাস পেয়েও আর হাটমুখো হচ্ছেন না চা বাগানের শ্রমিকরা। ফলে বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার জেলার অন্যতম পুরোনো হাট শিশুবাড়িতে পুজোর আগে শেষ হাটে কেনাকাটা জমল না। ব্যবসায়ীরা আক্ষেপ করে বলেন, 'দিন পালটে যাচ্ছে। আগের মতো আর হাটে ভিড় হয় না। চা বাগানের বাসিন্দারাও বোনাস পেয়ে শিলিগুড়ি যাচ্ছেন পুজোর কেনাকাটা করতে।'

মাদারিহাট -বীরপাড়া ব্লকের শিশুবাড়িতে প্রতি বৃহস্পতিবার বড়ো হাট বসে। ধূপগুড়ি, ফালাকাটা, মাদারিহাট, বীরপাড়া, জটেশ্বর থেকে হাট ব্যবসায়ীরা পসরা নিয়ে আসেন। শিশুবাড়ির কাছেই গোপালপুর চা বাগান। একটু দূরেই মুজনাই চা বাগান। এতদিন চা বাগানের শ্রমিকরা পুরোদস্তুর নির্ভর করতেন শিশুবাড়ি হাটের ওপর। একটা সময় শিশুবাড়ি সহ রাঙ্গালিবাজনা, খয়েরবাড়ি, ইসলামাবাদ, চাঁপাগুড়ি, নবীপুর, মোক্তারপুর, আমবাড়ি ও ফালাকাটা ব্লকের দেওগাঁওয়ের বাসিন্দারা শিশুবাড়ি হাটেই সপ্তাহের কেনাকাটা করতেন। পুজো এবং ইদের কেনাকাটার ভরসাও ছিল শিশুবাড়ি হাট।

বৃহস্পতিবার শিশুবাড়ি হাটের বস্ত্র ব্যবসায়ী প্রবীর সাহা পাশের দোকানদারকে বলছিলেন, 'হাটের ব্যবসা মাঠে মারা গেল রে!' কেন জমল না পুজোর আগে শেষ হাটের ব্যবসা? জবাবে প্রবীর সাহা বলেন, 'পুজোর আগে হাটে ব্যবসার সবচেয়ে বড়ো ভরসা চা বাগানের শ্রমিকরা। এবছর পুজোর হাটে চা বাগানের শ্রমিকদের আনাগোনা খুবই কম। অথচ কাছের দুটো চা বাগানেই বোনাস হয়েছে।' জটেশ্বর থেকে কাপড়ের দোকান নিয়ে শিশুবাড়ি হাটে এসেছিলেন নিতাই সরকার। তিনি বলেন, 'আঠারো বছর থেকে এই হাটে দোকান নিয়ে আসি। এ বছরের মতো খারাপ ব্যবসা দেখিনি। আশেপাশের লোকজন আজকাল এমনিতেই কম হাটে আসেন। এমনকি, পুজোর আগে চা বাগানের ক্রেতাদের ভিড়ও দেখা যাচ্ছে না। আজ দুপুর সাড়ে বারোটা পর্যন্ত মাত্র একজন ক্রেতা পেয়েছি। এভাবে ব্যবসা করা মুশকিল।'

বস্ত্র ব্যবসায়ী সুকুমার বসাক বলেন, 'সকাল থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত বউনি পর্যন্ত হয়নি।' আরেকবস্ত্র ব্যবসায়ী দুলাল মিয়াঁ বলেন, 'আসলে চা বাগানের শ্রমিকরাও এখন একটু চকচকে দোকানে কেনাকাটা করতে পছন্দ করেন। কেউ আবার বাজার করার অছিলায় শহর ঘুরে আসেন। আজ সকালে প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ভিড় করে পুজোর কেনাকাটা করতে শিলিগুড়ি গিয়েছেন গোপালপুর চা বাগানের অনেক শ্রমিক। তাই, আমাদের দোকানে ক্রেতা নেই।' হাট ব্যবসায়ীদের মধ্যে বীরপাড়ার লিটন পণ্ডিত, গোপাল পণ্ডিত, রাঙ্গালিবাজনার শৈলেশ রায় বলেন, 'হাট ব্যবসার হাল খারাপ।' শিশুবাড়ি হাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রতন বসাক বলেন, 'মানুষ আজকাল কমই হাটে আসেন। লোকসানের মুখে পড়েছেন হাট ব্যবসায়ীরা।'

মুজনাই চা বাগানের হাটখোলা লাইনের বাসিন্দা চা শ্রমিক সুনীল ওরাওঁ বলেন, 'আমরা ছোটোবেলা থেকেই শিশুবাড়ি হাটে কেনাকাটা করি। কিন্তু এখনকার লেখাপড়া জানা ছেলেমেয়েরা আর হাটে কেনাকাটা করতে চায় না। ওরা শহর পছন্দ করে।' গোপালপুর চা বাগানের শ্রমিক সংগঠনের নেতা উত্তম সাহা বলেন, 'গোপালপুরের বাসিন্দারা এখন আর শিশুবাড়ি হাটে পুজোর বাজার করতে কমই যাচ্ছেন। ওরা ছুটছেন শহরে।'

বৃহস্পতিবার শিশুবাড়ি হাটে ক্রেতার অপেক্ষায় বস্ত্র ব্যবসায়ী। –সংবাদচিত্র

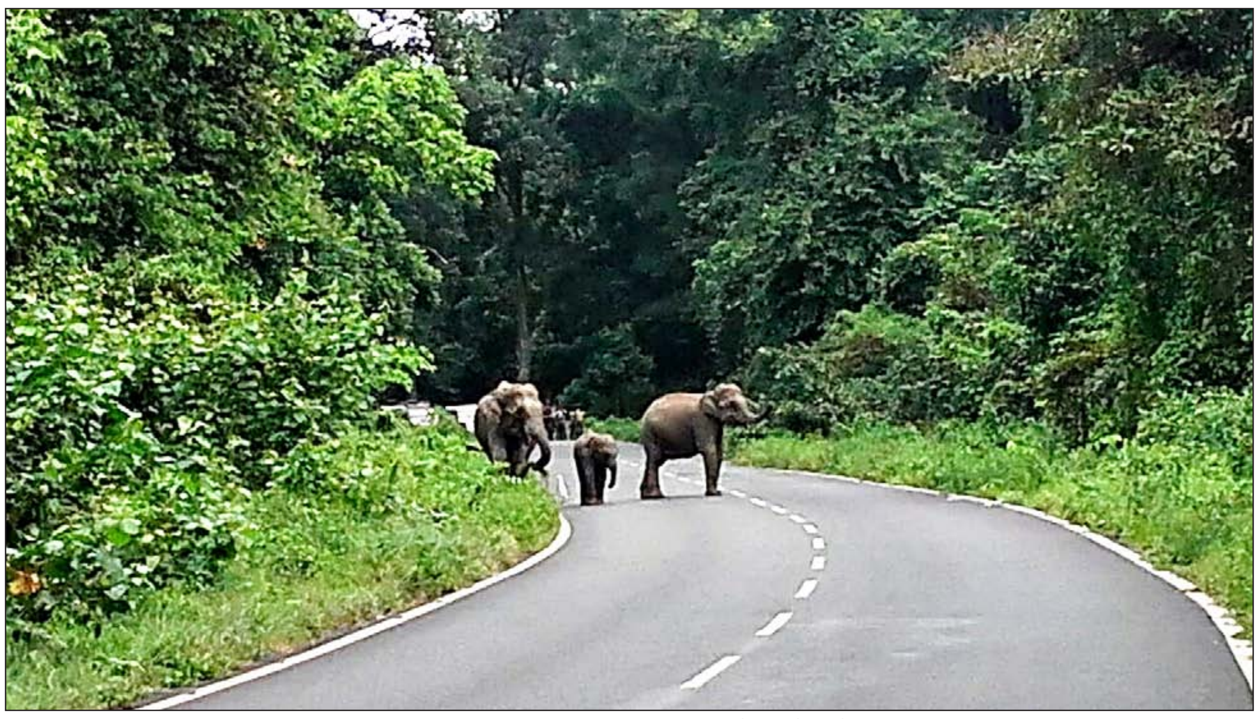

৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে মহাকালধামের কাছে পথ আটকে তিন হাতি। ছবি ঃ শুভদীপ শর্মা

হাতির পথ অবরোধে খুশি পর্যটকরা

লাটাগুড়ি, ১১ অক্টোবর ঃ শাবক সহ তিন হাতির পথ অবরোধে নাকাল হতে হল নিত্যযাত্রী তথা সাধারণ মানুষকে। তবে সকাল সকাল হাতের নাগালে হাতি দেখতে পেয়ে বেজায় খুশি পর্যটকরা। বৃহস্পতিবার সকাল নটা নাগাদ তিন তিনটি হাতি দাঁড়িয়ে পড়ে লাটাগুড়ি-চালসাগামী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে গরুমারা ও লাটাগুড়ির জঙ্গলের মাঝে মহাকালধামের কাছে। এর জেরে প্রায় আধঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় জাতীয় সড়কে।

গত কয়েক দিন ধরে গরুমারার বিভিন্ন নজরমিনার ও জঙ্গল সাফারিতে গিয়ে বন্যপ্রাণীর দেখা মিলছিল না ডুয়ার্সে আসা পর্যটকদের। বুধবার পর্যন্ত পরিস্থিতি ছিল একই। তবে এদিন আচমকাই তা বদলে যায়। এদিন সকালে প্রতিদিনের মতোই গরুমারা ও লাটাগুড়ির জঙ্গলের মাঝে লাটাগুড়ি-চালসাগামী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে যান চলাচল ছিল স্বাভাবিক। বহু যাত্রী বোঝাই গাড়ি ও পর্যটক বোঝাই গাড়ি চলছিল জাতীয় সড়ক দিয়ে। হঠাৎই ওই পথে মহাকালধামের কাছে শাবক সহ তিনটে হাতি রাস্তাজুড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। রাস্তার দু-পাশে আটকে যায় বহু যানবাহন। জাতীয় সড়কের ওপর হাতি দলের অবরোধের খবর নিমেষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এলাকায় ভিড় জমে যায় পর্যটকদের। চোখের সামনে হাতি দেখতে পেয়ে অনেকেই ছবি তোলা শুরু করেন। কলকাতার যাদবপুরের রূপঙ্কর দে জানান, গত ৪ দিন ধরে ডুয়ার্সে রয়েছেন । টাকা খরচ জঙ্গল সাফারি ও গরুমারার নজরমিনারে গিয়েও কোনো বন্যপ্রাণী দেখতে না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। তবে এদিনের এই ঘটনা তাঁদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মনভরে হাতির পাল দেখার পাশাপাশি দলটিকে ক্যামেরাবন্দিও করেছেন তাঁর মতো অসংখ্য পর্যটক। তবে পর্যটকরা খুশি হলেও বিরক্তি বাড়ছিল এই পথে চলাচলকারী নিত্যযাত্রীদের মধ্যে। বহু গাড়ি আটকে পড়েছিল এই পথে। অনেকের জরুরি কাজও ছিল। হাতিদের অবরোধের জেরে তাঁরা নির্দিষ্ট সময় গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেননি। অনেক গাড়ির চালক জাতীয় সড়ক থেকে হাতি সরাতে হর্নও বাজান। তবে কিছুতেই জঙ্গলে ঢোকানো যায়নি হাতি তিনটিকে। অবশেষে খবর পেয়ে বনকর্মীরা এসে পটকা ফাটিয়ে সেগুলিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠান। তারপর স্বাভাবিক হয় ওই পথে যান চলাচল। বন দপ্তরের লাটাগুড়ি রেঞ্জের রেঞ্জার শুভেন্দু দাস জানান, রাস্তার দু-পাশেই জঙ্গল। রাস্তাটি হাতিদের যাতায়াতের করিডর। এরকম ঘটনা প্রায়শই ঘটে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাঁরা হাতিগুলোকে জঙ্গলে ফেরত পাঠান।

বিন্নাগুড়িতে চারটি ময়ূর উদ্ধার ঃ বিন্নাগুড়ি রেঞ্জের বনকর্মীরা বৃহস্পতিবার চারটি অসুস্থ ময়ূর উদ্ধার করলেন। বানারহাট থানার বিভিন্ন চা বাগান থেকে গত ছয়দিনে সাতটি ময়ূর উদ্ধারের ঘটনায় বিন্নাগুড়ি সহ বানারহাট এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার কারবালা চা বাগান থেকে তিনটি এবং বানারহাট চা বাগান থেকে একটি অসুস্থ ময়ূর উদ্ধার করেন বন দপ্তরের বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণ বিভাগের কর্মীরা। এই সপ্তাহেই আরও তিনটি ময়ূর চা বাগান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিন উদ্ধার হওয়া অসুস্থ ময়ূরগুলিকে চিকিৎসার জন্য লাটাগুড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে। বন দপ্তরের আধিকারিকরা প্রাথমিকভাবে অনুমান করছেন, চা বাগানে ব্যবহৃত কীটনাশকের প্রভাবেই এতগুলি ময়ূর অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

বন দপ্তরের বিন্নাগুড়ি রেঞ্জের আধিকারিক জলধর রায় বলেন, 'অনেক সময় বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকা থেকে ময়ূরগুলি খাবারের খোঁজে চা বাগান এলাকায় ঢুকে পড়ে। চা বাগানে কীটনাশক ছড়ানো থাকলে সেগুলি ময়ূরের পেটে গেলে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। ময়ূরগুলিকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য লাটাগুড়ি পাঠানো হয়েছে। সুস্থ হয়ে যাওয়ার পর সেগুলিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে।'

বক্সিরহাটে থিম কেরলের বন্যা

বক্সিরহাট, ১১ অক্টোবর ঃ এবারের শারদোৎসবে কেরলের ভয়াবহ বন্যা আসছে বক্সিরহাটে। বক্সিরহাট থেটার পাড়ের বিদ্রোহী সংঘের এবারের পুজোর থিম কেরলের বন্যা। বারকোদালির চিত্রশিল্পী প্রকাশচন্দ্র মণ্ডলের পরিকল্পনায় ও নেতৃত্বে পুজোমণ্ডপে কেরলের বন্যার ভয়াবহতা তুলে ধরতে ব্যস্ত রয়েছেন বিদ্রোহী সংঘের সদস্যরা। এ বছর তাঁদের পুজো ৪০ বছরে পদার্পণ করল বলে জানান যুগ্ম সম্পাদক কৌশিক শীল, অভিষেক বর্মন ও ক্লাব সভাপতি দীপক সাহা। তাঁরা জানান, মণ্ডপের পাশাপাশি চন্দননগরের আলোকসজ্জাও দর্শকদের আকর্ষণ করবে। শারদোৎসবকে কেন্দ্র করে তাঁরা সাফাই অভিযান, বৃক্ষরোপণ ও দুস্থদের বস্ত্রদান করারও উদ্যোগ নিয়েছেন বলে ক্লাব কর্তারা জানান।

মৃত ছাত্রের বাড়িতে তৃণমূল নেতা

দিনহাটা, ১১ অক্টোবর ঃ ছাত্র-সংঘর্ষে নিহত অলোক নিতাই দাসের বাড়িতে গেলেন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা সাধারণ সম্পাদক নিশীথ প্রামানিক। বৃহস্পতিবার বিকেলে তিনি মৃত ছাত্রের বাড়িতে গিয়ে তাঁর পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানান। পরে তিনি বলেন, 'অলোক নিতাই দাসের স্মরণে দিনহাটা কলেজে শহিদবেদি তৈরি করা হবে। তাঁর পরিবারকে আরও কীভাবে সাহায্য করা যায়, তা দেখা হচ্ছে।'

তিতলির দাপটে উত্তাল দিঘার সমুদ্র। ছবি ঃ দেবনাথ মাইতি

অন্ধ্র-ওডিশায় মৃত ৮

প্রথম পাতার পর

ওডিশার গঞ্জাম, গজপতি, পুরী, খুর্দা এবং জগৎসিংহপুর জেলার। গোপালপুরের পরেই ওডিশায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে গঞ্জাম জেলার। এছাড়া, ওডিশার ব্রহ্মপুর, ভুবনেশ্বর ও পুরীতেও মারাত্মক প্রভাব পড়েছে তিতলির। ওই এলাকা থেকে কয়েক হাজার মানুষকে ইতিমধ্যে নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

এদিন ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হতেই হোটেলগুলি খালি করে দেওয়া হয়। পর্যটকদের সরিয়ে দেওয়া হয় নিরাপদ আস্তানায়। গোপালপুর, গঞ্জাম ছাড়াও কেন্দাপাড়া, ব্রহ্মপুরে বহু বাড়ি ভেঙে পড়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের জেরে কলকাতা থেকে ভুবনেশ্বর ও কলকাতা থেকে বিশাখাপত্তনমের বিমান চলাচল বাতিল করা হয়েছে। তিতলির জেরে বাতিল করা ছাড়াও সময়সূচি ও যাত্রাপথও বদলাতে হয়েছে বহু ট্রেনের। বিশেষ করে, দক্ষিণ ভারত থেকে যে ট্রেনগুলি হাওড়ায় আসবে সেগুলির সময় পরিবর্তন হয়েছে।

প্রথমে বলা হয়েছিল, তিতলির প্রভাবে নিম্নচাপ অন্ধ্র ও ওডিশা উপকূলেই সীমাবদ্ধ থাকবে। পশ্চিমবঙ্গে ঢুকবে না। কিন্তু আবহাওয়া দপ্তরের সাম্প্রতিক খবর, দুর্যোগমুক্ত থাকতে পারবে না এ রাজ্যও। শুক্র ও শনিবার রাজ্যের উপকূলে ঢোকার কথা তিতলির। তবে তা আসবে নিম্নচাপ হিসেবে। এর প্রভাবে আগামী দুদিন ভারী বৃষ্টি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতা ছাড়াও উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে।

নির্দেশ তৃণমূল নেতৃত্বের

প্রথম পাতার পর

এবার হোঁচট খেয়েছে। দিনহাটা কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র অলোক নিতাই দাসের মৃত্যুতে তাঁর ক্লাব পুজো থেকে সরে এসেছে। বাকি দুটি সংগঠনের পক্ষ থেকে কোনো মতে নমো নমঃ করে পুজোর ব্যবস্থা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় বিধায়ক উদয়ন গুহকে দলের নির্দেশে এলাকায় থাকতেই হচ্ছে যাতে উৎসবকে সামনে রেখে রাজনৈতিক পরিস্থিতি কিছুটা সামাল দেওয়া যায়। কারণ সামনের বছরেই লোকসভা নির্বাচন। দল এবং তার শাখা সংগঠনের মধ্যে এখানে যে ধরনের সাপে-নেউলে সম্পর্ক তার আশু অবসানের পথ দেখছে না জেলার রাজনৈতিক মহল। বরং কোনো কোনো মহল থেকে উত্তেজনা উসকে দেওয়ার চেষ্টাও হয়েছে। পুজোর ভিড়কে কাজে লাগিয়ে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যাতে না হয় তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলাপরিষদের নির্বাচিত সদস্যরা সহ বিধায়ক, সাংসদও। দল সূত্রে জানা যাচ্ছে, জনসংযোগের পাশাপাশি, দলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা যাতে চলে সেই দিকেও লক্ষ্য রাখতে বলা হয়েছে। তবে প্রকাশ্যে দলীয় রাজনৈতিক কূটকচালির বিষয়টি স্বীকার করছেন না কেউই। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'দলীয় কর্মী, নেতৃত্ব, জনপ্রতিনিধিদের পুজোর সময় নিজ নিজ এলাকায় থাকার নির্দেশ রাজ্য থেকে দেওয়া হয়েছে।' বিধায়ক উদয়ন গুহ বলেন, 'বিষয়টি রাজ্য নেতৃত্বের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। দিনহাটাতেই থাকাব। সবার সঙ্গে পুজোর আনন্দ উপভোগ করব।' তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রী সুচিস্মিতা দেবশর্মা বলেন, 'পুজোর সময়ে নেতৃত্বদের এলাকায় থাকার বিষয়টি বলে দেওয়া হয়েছে।'

চাষিদের স্প্রিংলার দেবে রাজ্য

প্রথম পাতার পর

মাথাভাঙ্গা-১ এবং ২ ব্লক পাবে যথাক্রমে ৫০.৯৫ এবং ৫৮.০৩ লক্ষ, শীতলকুচি ব্লক ৬০.৪৬ লক্ষ, দিনহাটা-১ এবং ২ ব্লক পাবে যথাক্রমে ৭৬.৬৬ লক্ষ এবং ৯৪.২২ লক্ষ টাকা, সিতাই ব্লক ৮১.৩৭ লক্ষ টাকা, তুফানগঞ্জ-১ এবং ২ ব্লক পাবে যথাক্রমে ৫৮.২৯ ও ৬০.২৮ লক্ষ, মেখলিগঞ্জ ব্লক পাবে ৫০.৮৩ লক্ষ ও হলদিবাড়ি ব্লক পাবে মোট ৬০.৭৫ লক্ষ টাকা। এখন প্রশ্ন উঠছে, স্প্রিংলার ইরিগেশনে চাষিদের কী সুবিধা হবে। চা বাগানে গেলে হামেশাই দেখা যায়, তিন-চার ফুট উঁচু একটি পাইপের উপর নজল লাগানো রয়েছে। সেটি বনবন করে ঘুরছে। আর তার থেকে ঝরনার মতো জল বাগানের চারদিকে গাছের উপর ছড়িয়ে পড়ছে। সেই যন্ত্রটিই হল স্প্রিংলার ইরিগেশন। এই যন্ত্রটি চালানোর জন্য ওয়াটার পাম্পসেটেরও প্রয়োজন রয়েছে। সুবিধা প্রসঙ্গে দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, দেখা যায় সাধারণত কৃষকরা জমি চাষ করার জন্য পাম্পসেট চালিয়ে জমিতে জল দেন। এক বিঘা জমিতে জল দেওয়ার জন্য তাদের প্রায় ঘণ্টাখানেক পাম্প চালাতে হয়। বেশিরভাগ সময়ই জমি জলে ভেসে যায়। কিন্তু চাষের জন্য বিশেষ করে বিভিন্ন প্রকার সবজি, আলু, তৈলবীজ সহ নানা প্রকার ফসলে একবারে এত জলের প্রয়োজন হয় না। এতে জলের যেমন অপচয় হয় তেমনি পাম্পসেট অনেকক্ষণ চালিয়ে রাখায় কৃষকেরও জ্বালানি খরচ অনেক বেশি হয়। পাশাপাশি, সময়েরও অপচয় হয়। কিন্তু স্প্রিংলার ইরিগেশনের মাধ্যমে জলসেচ করলে পাম্পসেট আধঘণ্টা চালালেই হয়ে যায়। সমস্ত গাছে জল সমানভাবে পড়ে। এতে ফসলের উৎপাদনও বৃদ্ধি হয়। জ্বালানি খরচ যেমন সাশ্রয় হয় তেমনি সময়ও কম লাগে। এছাড়া কম সময় চালানোর ফলে পাম্পসেটের আয়ু বেড়ে যায়। দপ্তর সূত্রে খবর, আগামী দিনে এই সেচের মাধ্যমে চাষ বাড়ানো তাদের লক্ষ্য।

ইন্দোনেশিয়ায় ভূমিকম্পে মৃত ৩

জাকার্তা, ১১ অক্টোবর ঃ ইন্দোনেশিয়ার সুলাওয়েসি দ্বীপে ভূমিকম্প ও তার জেরে সুনামির আতঙ্কের রেশ এখনও কাটেনি। এর মধ্যে বৃহস্পতিবার ফের কেঁপে উঠল ইন্দোনেশিয়া। এদিন ইন্দোনেশিয়ার বালিদ্বীপে জোরালো ভূমিকম্পে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৩ জনের। তবে এখনও পর্যন্ত সুনামি সতর্কতাও জারি হয়নি। বুধবার রাতে ঘটা পাপুয়া নিউ গিনির ভূমিকম্পের আফটার শক হিসাবেই এদিন ইন্দোনেশিয়ার বালিদ্বীপ কেঁপে ওঠে বলে ভূবিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। এদিন রাশিয়াতেও জোরালো কম্পন অনুভূত হয়েছে।

জানা গিয়েছে, বুধবার গভীর রাতে প্রথম ভূমিকম্পটি হয় ব্রিটিশ দ্বীপ পাপুয়া নিউ গিনিতে। রিখটার স্কেলে ওই কম্পনের তীব্রতা ছিল ৭। যদিও কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই। তবে ওই কম্পনের আফটার শক হিসাবে পাপুয়া নিউ গিনিতে পরপর তিনটি কম্পন হয়। ওই কম্পনগুলির তীব্রতা ছিল যথাক্রমে ৫.৭, ৫.৯ এবং ৬.২। এরপর এদিন ভোরে ইন্দোনেশিয়ার বালিদ্বীপে ৬.৩ মাত্রার জোরালো ভূকম্প হয়। এই কম্পনে বালিদ্বীপে বেশ কয়েকটি ঘরবাড়ি ভেঙে পড়েছে এবং ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে ইন্দোনেশিয়ার বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর প্রধান জানিয়েছেন। এরপর এদিন সকাল সওয়া দশটা নাগাদ কেঁপে ওঠে রাশিয়ার পূর্বে কুরিল দ্বীপপুঞ্জ। রিখটার স্কেলে ওই কম্পনের তীব্রতা ছিল ৬.৭। এই কম্পনের ঘণ্টাখানেক পর ফের ৫.২ মাত্রার আফটার শক অনুভূত হয় কুরিলে। তবে সেখানে এখনও পর্যন্ত প্রাণহানি বা ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই।

ভারতের শেয়ার বাজারে পতন

প্রথম পাতার পর

কিন্তু বৃহস্পতিবার শেয়ার বাজারের পতনের পিছনে আন্তর্জাতিক কারণই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এদিন বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে ৩০টি গুরুত্বপূর্ণ শেয়ারের মধ্যে ২৮টির পতন হয়। তার মধ্যে এসবিআই এবং টাটা স্টিল ছিল অন্যতম।

অন্যদিকে, দেশের সবথেকে বড়ো সফটওয়্যার রপ্তানিকারক সংস্থা টিসিএস এদিন জুলাই-সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারে ২২.৬ শতাংশ লাভ ঘোষণা করেছে। এই লাভের পরিমাণ ৭৯০১ কোটি টাকা। গত আর্থিক বছরে একই কোয়ার্টারে তাদের লাভের পরিমাণ ছিল ৬৪৪৬ কোটি টাকা। টিসিএস জানিয়েছে, তাদের রাজস্ব বৃদ্ধি হয়েছে ২০.৭ শতাংশ। এর পরিমাণ ৩৬৮৫৪ কোটি টাকা। গতবছর একই কোয়ার্টারে তাদের রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৩০৫৪১ কোটি টাকা। টিসিএসের এমডি ও সিও রাজেশ গোপীনাথন বলেছেন, 'সংস্থার সার্বিক পারফরম্যান্সে আমরা খুশি। ডিজিট্যাল প্রযুক্তিতে রূপান্তরের চাহিদা বাড়তে থাকায় আমাদের রাজস্বের পরিমাণও বেড়েছে।' তিনি জানিয়েছেন, ব্যাংকিং, বিমা এবং খুচরো ব্যবসার ক্ষেত্রে টিসিএসের ভূমিকা ইতিবাচক। অ্যানালিটিক্স, ক্লাউড এবং অটোমেশনের ক্ষেত্রেও সংস্থা ভালো ফল করেছে বলে জানা গিয়েছে।